



121254 - ভূমকিম্পরে সময় পঠতিব্য শরয়িত অনুমোদতি কোন দোয়া আছে কি?

প্রশ্ন

ভূমকিম্পরে সময় কোন দোয়াটি পড়া আবশ্যিক?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এ পৃথিবীতে ভূমকিম্প আল্লাহর একটি মহা নদির্শন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন; তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দোয়া, ভয় প্রদর্শন করা কথিবা তাদেরকে শাস্তি দোয়ার মাধ্যমে। এই নদির্শনগুলো সংঘটনকালে মানুষেরে কর্তব্য আল্লাহর সম্মুখে নজিরে দুর্বলতা, অক্ষমতা, হীনতা ও মুখাপকেষতিকে স্মরণ করা। এগুলোকে স্মরণ করে দোয়া, রনোজারি ও নত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। যাত করে আল্লাহ এই মহা বপিদ থেকে সকল মানুষকে মুক্তি দিনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর অবশ্যই আপনার আগে আমরা বহু জাতরি কাছে রাসূল পাঠয়িছে; অতঃপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করছে, যাত তারা রনোজারি করি। তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি এসছেলি তখন তারা রনোজারি করল না কনে? বরং তাদের অন্তর কঠনি হয়ছেলি এবং তারা যা করছলি শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভাময় করছেলি। অতঃপর তাদেরকে যে উপদশে করা হয়ছেলি তারা যখন তা ভুলে গলে তখন আমরা তাদের জন্য প্রতটি (আনন্দরে) জনিসিরে দরজা খুলে দলিাম। এভাবে তাদেরকে যা দোয়া হয়ছেলি তারা যখন তা নয়ি আনন্দতি তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি। তখনই তারা নরিশ হয়ে যায়।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৪২-৪৪]

এ কারণে ফকিহবদি আলমেগণ ভূমকিম্পরে সময় বশেি বশেি ইস্তগিফার করা, দোয়া করা, আল্লাহর কাছে রনোজারি করা ও দান করাকে মুস্তাহাব বলনে। যমেনি ভাবে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণরে সময়ও এটি মুস্তাহাব।

আল্লামা যাকারয়ি আল-আনসারী (রহঃ) বলনে:

“ভূমকিম্প, বজ্রপাত ও তীব্র বাতাসরে সময় প্রত্যকেরে জন্য মুস্তাহাব হলো: দোয়াতে মশগুল হয়ে রনোজারি করা, ঘরে একাকী নামায় আদায় করা; যাত করে গাফলে না হয়। কনেনা যখন তীব্র বাতাস বইতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতনে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ



(হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই বাতাসেরে কল্যাণ চাই, এর মধ্যযে যবে কল্যাণ আছে সেটো চাই এবং যবে কল্যাণ দয়িবে এটাকবে পাঠানো হয়বে তা চাই এবং আমি আপনার কাছে বাতাসেরে অনষ্টি থকবে আশ্রয় চাই, এর মধ্যযে যবে অনষ্টি অন্তর্ভুক্ত আছে তা থকবে আশ্রয় চাই এবং যবে অনষ্টিসহ এটাকবে পাঠানো হয়ছে তা থকবে আশ্রয় চাই।)[সহহি মুসলমি][সমাপ্ত][আসনাল মাতালবি শারহু রাওয়ত তালবি (১/২৮৮), দেখুন: তুহফাতুল মুহতাজ (৩/৬৫)]

কনিতু আমাদরে জানামতে ভূমকিম্পরে সময় বশিষে কোন যকিরি বা দোয়া পড়া মুস্তাহাব মরম্বে সুন্নাহতে কোন দললি নহে। বরঞ্চ ব্যকতি তার ইচ্ছামত আল্লাহর রহমত ও সাহায্য চয়েবে দোয়া করবনে; যাতবে করে আল্লাহ মানুশেরে উপর থকবে এই মুসবিত দূর করনে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে: “ভূমকিম্প, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, প্রবল বাতাস ও বন্যা ইত্যাদি নিদির্শনাবালীর সময় আবশ্যক হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা, তাঁর কাছে রনোজারি করা, তাঁর নরিপত্তা প্রার্থনা করা, বশেি বশেি যকিরি ও ইস্তগিফার করা। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কাজহে যখন তোমরা এর কছিু দেখতে পাবে, তখন ভীত বহিবল অবস্থায় আল্লাহর যকিরি, দুআ ও ইস্তগিফারে মগ্ন হবে।”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি] এ পরসিথতিতে গরীব-মসিকীনদেরে প্রতি অনুগ্রহ করা, সদকা করা মুস্তাহাব। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা দয়া কর; তাহলে তোমাদেরে প্রতি দয়া করা হবে।”[মুসনাদে আহমাদ] “দয়াশীলদেরে প্রতি দয়াবান দয়া করনে। জমনি যারা আছে তোমরা তাদেরে প্রতি দয়া কর; তাহলে আসমানে যনি আছে তনি তোমাদেরে প্রতি দয়া করবনে।”[সুনানে তরিমযি] তনি আরও বলনে: “যবে দয়া করনে না; তার প্রতিও দয়া করা হয় না।”[সহহি বুখারী] এবং উমর বনি আব্দুল আযযিরে ব্যাপারে বর্ণতি আছে যবে, ভূমকিম্প ঘটলে তনি তাঁর গভর্নরদেরকে সদকা করার নর্দশে দতিনে।”

তাছাড়া সব ধরণেরে অনষ্টি থকবে নরিপত্তা লাভ ও নরিপদ থাকার অন্যতম উপায়: কর্তৃত্বশীলরো অবলিম্বে মূর্খদেরকে (পাপীদেরে) সংযত করা, তাদেরকে সত্যেরে পথে চলতে বাধ্য করা, তাদের উপর আল্লাহর বধিান বাস্তবায়ন করা, সং কাজেরে আদশে দোয়া ও অসৎ কাজেরে নষিধে করা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর মুমনি পুরুষ ও মুমনি নারী একবে অপররে মত্দির, তারা সংকাজেরে নর্দশে দয়ে ও অসৎকাজে নষিধে করে, সালাত কায়মে করে, যাকাত দয়ে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলরে আনুগত্য করে। অচরিহে আল্লাহ তাদেরে প্রতি দয়া করবনে। নশিচয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞময়।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৭১]

তনি আরও বলনে: “আর নশিচয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করনে যবে আল্লাহকে সাহায্য করে। নশিচয় আল্লাহ শক্তমিন, পরাক্রমশালী। তারা এমন লোক যাদেরকে আমরা যমীনরে বুকবে ক্ষমতায়ন করলে সালাত কায়মে করে, যাকাত দয়ে এবং সংকাজেরে নর্দশে দয়ে ও অসৎকাজে নষিধে করে। আর সব বিষয়েরে পরণতি আল্লাহর কর্তৃত্ববে।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৪০-৪১]



তিনি আরও বলেন: “আর য়ে কডে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণে) পথ করে দবেনে। এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রযিকি দান করবেন। আর য়ে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।”[সূরা তালাক্ব, আয়াত: ২-৩] এই অর্থবোধক আয়াত অনকে।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৯/১৫০-১৫২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।